ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০১৮ সালের ৪র্থ বোর্ডসভার কার্যবিবরণী

তারিখ	ঃ	৩০ এপ্রিল, ২০১৮
সময়	ঃ	সকাল ১০-০০ টা
স্থান	ঃ	সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
সভাপতি	ঃ	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জালাল গনি খান, এনডিসি, পিএসসি প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন এবং আলোচ্যসূচীর উপর নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ-

আলোচ্যবিষয়-১ঃ ২৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়ীকরণ।

আলোচনা ঃ গত ২৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৮ সালের ৩য় বোর্ডসভার সিদ্ধান্তসমূহের উপর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কয়েকটি সিদ্ধান্তের উপর কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মানিত সদস্য কর্নেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এবং সম্মানিত সদস্য ক্যাপ্টেন এম সাইফুর রহমান, (ট্যাজ), বিএসপি, বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন, অধিনায়ক, বিএনএস হাজী মহসীন, ঢাকা সেনানিবাস এর সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে গত মাসের সভার (২০১৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ৩য় বোর্ডসভার) কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যবিষয়-২ঃ মার্চ, ২০১৮ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার বিবরণী।

আলোচনা ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে মার্চ, ২০১৮ মাসে বিভিন্ন খাতে ১,৫৭,০০,৮০০/- (এক কোটি সাতান্ন লক্ষ আটশত) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত আয় ১৫,৪৫,৭০,০০০/- (পঁনের কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকার বিপরীতে মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত রিবেটসহ আদায় হয়েছে ১৮,৫৪,০১,২৭৩/- (আঠার কোটি চুয়ান্ন লক্ষ এক হাজার দুইশত তিয়াত্তর) টাকা, যা মোট দাবীর ১২৪.৯৪%। করের আওতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরো কর বকেয়া রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের পত্র প্রদান করতে হবে এবং বোর্ডের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন করের হার পর্যালোচনা করে আগামী সভায় সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩ঃ মার্চ, ২০১৮ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী।

আলোচনা ঃ মার্চ, ২০১৮ মাসে স্থানীয় আয়ের উৎস হতে মোট ২,৭২,৮৮,১১৭/- (দুই কোটি বাহাত্তর লক্ষ আটাশি হাজার একশত সাতাত্তর) টাকা আয় হয়েছে। মঞ্জুরীকৃত চাঁদা ও দানসমূহ (সাধারণ অনুদান), অনৈমিত্তিক আয় ও প্রারম্ভিক জেরসহ মার্চ, ২০১৮ মাসে সর্বমোট আয় ৪,৪৪,২৬,৪৬৭/- (চার কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশত সাতষট্টি) টাকা। অপরদিকে মার্চ, ২০১৮ মাসে সর্বমোট ব্যয় ২,৫৩,৭৩,৩১৩/- (দুই কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশত তের) টাকা, সমাপনী জের ১,৯০,৫৩,১৫৪/- (এক কোটি নব্বই লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার একশত চুয়ান্ন) টাকা।

সভায় আরো জানানো হয় যে, ডিওএইচএসসমূহ থেকে গত পাঁচ বছরে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান অবলোকন করা হলো। পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন ডিওএইচএস এর হতে গত পাঁচ বছরে ৪৯,২৬,৪৮,৯৪৭/- (উনপঞ্চাশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নয়শত সাতচল্লিশ) টাকা আয় হয়েছে এবং উক্ত সময়ে ৮২,৪৯,৪৬,৯০০/- (বিরাশি কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার নয়শত) টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ ৩৩,২২,৯৭,৯৫৩/- (তেত্রিশ কোটি বাইশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শত তিপ্পান্ন) টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ মার্চ, ২০১৮ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন করা হলো এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ডিওএইচএস সমূহ হতে আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস পরিষদ-কে অবহিত করতে হবে এবং বকেয়া গৃহকর আদায়ের বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪ঃ মার্চ, ২০১৮ মাসের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রতিবেদন অবলোকন।

আলোচনা ঃ মার্চ, ২০১৮ মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে মোট ১৮৩টি জন্ম নিবন্ধন ও ৭টি মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে বনানী কবরস্থানে ১৮ জনকে দাফন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ঢাকা সেনানিবাসের আওতাধীন এলাকার বাসিন্দাদের বিধি মোতাবেক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করতে হবে। বিশেষ করে জন্ম ও মৃত্যুর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করার জন্য স্টেশন সদর দপ্তরের মাধ্যমে ঢাকা সেনানিবাসের সকল ইউনিটে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৫ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত প্লট/ফ্ল্যাট বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি ঃ-

ক্র নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	বিক্রেতা/দাতা/ আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা এবং আবেদনের তারিখ	ক্রেতা/গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ডিজিএফআইএর ছাড়পত্র নম্বর ও তারিখ/ ডিক্লারেশন অব হেবা	মন্তব্য
১.	প্লট নং-৮০, ফ্ল্যাট নং-৪ (২য় তলা পশ্চিম), রোড নং-১১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব কাইজার রবিন, পিতা-মরহুম আলহাজ্ব এম এ রাজ্জাক, বাড়ী নং-৮০, রোড নং-১১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬। তারিখ-০৫/০২/২০১৮।	জনাব আবুল কালাম আজাদ, পিতা-মরহুম নওশের আলী সরদার, বাসা নং-৩১, রোড নং-৩/বি, মোহাম্মদীয়া হাউজিং লিঃ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।	২৯/০৩/২০১৮ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০.০৩.০২৮.০১.২৯.০৩.১৮ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৭০০ বঃফুঃ (কমবেশী) ০১ টি ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ)। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মাণ ও বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।
২.	প্লট নং-৩০/ই ফ্ল্যাট নং-বি/৬ (৭ম তলা পশ্চিম) রোড নং-০৫(নাজির রোড), ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	শাহ মোমরেজ চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্প্রিংফিল্ড ডেভেলপমেন্টস লিঃ (মিসেস রোখাইয়া ওরফে রোকাইয়া ফতেহ আলী এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার), বাড়ী নং-৩/বি ২য় তলা), রোড নং-৯০, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ তারিখ-০৪/০২/২০১৮।	(১) জনাব আব্দুর রাজ্জাক রাজু, পিতা-মৃত শামসুদ্দিন বিশ্বাস ও (২) সাবরিনা আক্তার, পিতা-মির্জা মোশাররফ হোসেন, বাড়ী নং-৩০/ই, ফ্ল্যাট নং-বি/৬, রোড নং-৫ (নাজির রোড) ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	০৫/০৪/২০১৮ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০.০৩.০২৮.০১.০৫.০৪.১৮ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ২৩৭৬ বঃফুঃ ০১ টি ফ্ল্যাট(কমন স্পেসসহ কমবেশী), বেজমেন্টে ০২টি কার পার্কিং (পার্কিং নং-পি-২৩ ও পি-২৪) এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমিসহ)। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মান ও বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।

আলোচনা ঃ ৫.১। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪৫০০ বর্গফুট বা ৬.২৫ কাঠা জমি বিশিষ্ঠ ৮০ নং প্লটে নির্মিত ০৪(চার) তলা বাড়ীর ২য় তলার পশ্চিম পার্শ্বের ১৭০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ০৪ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক)টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ এর মালিক জনাব কাইজার রবিন, পিতা-মরহুম আলহাজ্ব এম এ রাজ্জাক। তিনি উক্ত ফ্ল্যাটটি জনাব আবুল কালাম আজাদ, পিতা-মরহুম নওশের আলী সরদার এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৮০/ফ্ল্যাট নং-০৪(২য় তলা পশ্চিম)/২৩ নং পত্রের মাধ্যমে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর এর ২৯ মার্চ ২০১৮ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০.০৩.০২৮. ০১.২৯.০৩.১৮ নং পত্রের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।

৫.২। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৬৮৮৫ বর্গফুট বা ৯.৫৬ কাঠা জমি বিশিষ্ঠ ৩০/ই নং প্লটে নির্মিত ০৭(সাত) তলা বাড়ীর ৭ম তলার পশ্চিম পার্শ্বের ২৩৭৬ বর্গফুট (কমন স্পেসসহ কমবেশী) আয়তন বিশিষ্ট বি/৬ নং ফ্ল্যাট, বেজমেন্টে ০২(দুই)টি কার পার্কিং (পার্কিং নং-পি-২৩ ও পি-২৪) এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ এর মালিক শাহ মোমরেজ চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্প্রিংফিল্ড ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড, (মিসেস রোখাইয়া ওরফে রুকাইয়া ফতেহ আলী, স্বামী-মরহুম ফতেহ আলী এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার)। তিনি উক্ত ফ্ল্যাটটি (১) জনাব আব্দুর রাজ্জাক রাজু, পিতা-মৃত শামসুদ্দিন বিশ্বাস ও (২) সাবরিনা আক্তার, পিতা-মির্জা মোশাররফ হোসেন, বর্তমান ঠিকানাঃ-বাড়ী নং-৩০/ই, ফ্ল্যাট নং-বি/৬, রোড নং-৫ (নাজির রোড) ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে জন্য ১৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ২১ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৩০/ই/সি/ফ্ল্যাট নং-বি/৬(৭ম তলা পশ্চিম)/২৪ নং পত্রের মাধ্যমে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর এর ০৫ এপ্রিল,২০১৮ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০.০৩.০২৮.০১.০৫.০৪.১৮ নং পত্রের মাধ্যমে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।

সিদ্ধান্ত ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮০ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ৪ নং ফ্ল্যাট জনাব আবুল কালাম আজাদ, পিতা-মরহুম নওশের আলী সরদার এর নিকট এবং ৩০/ই নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর বি/৬ নং ফ্ল্যাট (১) জনাব আব্দুর রাজ্জাক রাজু, পিতা-মৃত শামসুদ্দিন বিশ্বাস ও (২) সাবরিনা আক্তার, পিতা-মির্জা মোশাররফ হোসেন নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৬ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত প্লট/ফ্ল্যাট নামজারী ঃ-

ক্রঃ নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা	গ্রহীতা/ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও আবেদনের তারিখ	ডিজিএফআইএর ছাড়পত্র / রেজিস্ট্রিকৃত হেবাদলিলমুলে	বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি পত্রের নং ও তারিখ	মন্তব্য
১.	প্লট নং-২৬, ফ্ল্যাট নং-২/এ (২য় তলা উত্তর- পূর্ব পার্শ্ব), রোড নং-০৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ চৌধুরী, পিতা-মরহুম এ আর চৌধুরী, বাড়ী নং-২৬, ফ্ল্যাট নং-৫/এ, রোড নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	সাহেদা ইয়াসমিন স্বামী-মরহুম আব্দুর রব, বাড়ী নং-২৬, ফ্ল্যাট নং-২/এ, রোড নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬। তারিখ-২৮/০১/২০১৮	রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয়/হস্তান্তর দলিলমুলে দলিল নং- ২০৮, তারিখ ঃ ১০/১/২০১৩ সাব-রেজিস্টার, গুলশান, ঢাকা।	২২/৪/২০১২ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃ বাঃএঃ/প্লট নং-২৬/ফ্ল্যাট নং-২/এ/১০ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১০৯০ বঃফুঃ ০১টি ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১ (এক) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমিসহ। উক্ত প্লটে অননুমোদিত নির্মান নেই এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখল নেই।

আলোচনা ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা জমি বিশিষ্ঠ ২৬ নং প্লটে নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ২য় তলার উত্তর-পূর্ব পার্শ্বের ১০৯০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ২/এ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ অত্র দপ্তরের ১২ এপ্রিল ২০১২ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-২৬/ফ্ল্যাট নং-২-এ/১০ নং পত্রের মাধ্যমে মিসেস সাহেদা ইয়াসমিন, স্বামী-মোঃ আব্দুর রব চৌধুরী এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তর দলিল রেজিষ্ট্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ফ্ল্যাটটির মালিক ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ চৌধুরী, পিতা-মরহুম এ আর চৌধুরী উক্ত ফ্ল্যাটটির খসড়া দলিল ভেটিং করতঃ প্রস্তাবিত ক্রেতা মিসেস সাহেদা ইয়াসমিন, স্বামী-মোঃ আব্দুর রব চৌধুরী এর নামে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেন। অতঃপর ফ্ল্যাটটির ক্রয়সূত্রে মালিক রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের কপিসহ তাঁর নামে নামজারী করার জন্য ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্লটে কোন অননুমোদিত নির্মাণ নেই এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই।

সিদ্ধান্ত ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২৬ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ২/এ (২য় তলা উত্তর- পূর্ব পার্শ্ব) নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১ (এক) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমিসহ রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা সাহেদা ইয়াসমিন, স্বামী-মরহুম আব্দুর রব এর নামে নামজারীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৭ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২৬/সি নং প্লটে নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ২য় তলার এ/১ নং ফ্ল্যাট নিচতলায় ০১(এক)টি কারপার্কিং স্থান ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি এবং অন্যান্য সাধারন সুবিধাদিসহ বিক্রয়/হস্তান্তরের ঘটনোত্তর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭১৩৮ বর্গফুট বা ৯.৯১ কাঠা জমি বিশিষ্ঠ ২৬/সি নং প্লটের নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ২য় তলার ২২০০ (দুই হাজার দুইশত) বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট এ/১ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক) টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমির মালিক যথাক্রমে (১) মিসেস সকিনা হক, স্বামী-মোঃ ফজলুল হক (২) ফাইজি আরা বেগম, (৩) জনাব মোজাম্মেল হক (৪) জনাব মোঃ ইমদাদুল হক ও (৫) জনাব রাশেদ হক, সর্বপিতা- মোঃ ফজলুল হক। তাঁদের উক্ত ফ্ল্যাটটি মিসেস সৈয়দা তৌহিদা আজিজ, স্বামী- মেজর জেনারেল এস এম মতিউর রহমান এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-২৬/সি/ফ্ল্যাট নং-এ/১(২য় তলা)/২০ নং পত্রে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর এর ১৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০.০২. ১২১.০১.১৮.০৪.১৮-২৮৮৪ নং পত্রের মাধ্যমে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখল এবং অননুমোদিত নির্মাণ নেই। উক্ত ফ্ল্যাটটি মিসেস সৈয়দা তৌহিদা আজিজ, স্বামী-মেজর জেনারেল এস এম মতিউর রহমান এর নামে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ২৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করেছেন। তৎপ্রেক্ষিতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-২৬/সি/ফ্ল্যাট নং-এ/১/(২য় তলা)/২২ নং পত্রে বিক্রয়/ হস্তান্তর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২৬/সি নং প্লটে নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ২য় তলার এ/১ নং ফ্ল্যাট নিচতলায় ০১(এক)টি কারপার্কিং স্থান ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি এবং অন্যান্য সাধারন সুবিধাদিসহ মিসেস সৈয়দা তৌহিদা আজিজ, স্বামী-মেজর জেনারেল এস এম মতিউর রহমান এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি ঘটনোত্তর অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৮ঃ মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৫ম তলার ৩২ নং দোকানটি এম মকসুমুল কাদের, পিতা-মরহুম ফয়জোর রহমান এর নামের পরিবর্তে ওসেনিয়া ট্রেড এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কমডোর এম মকসুমুল কাদের এর নামে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের দোকান/স্পেস ইজারার নিমেত্তে ১২/১২/২০১৭ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হলে ৯০২.৪৭ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ৫ম তলার-৩২ নং দোকানের বিপরীতে জনাব এম মকসুমুল কাদের, পিতা-মরহুম ফয়জোর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ১,২৬,৩৪,৫৮০/-(এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশত আশি) টাকার দরটি সর্বোচ্চ হয়। উক্ত দরটি বোর্ডসভা এবং সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের অনুমোদন হওয়ায় ০৮ কিস্তিতে সালামীর অর্থ পরিশোধ করার জন্য অত্র দপ্তরের ১৫ মার্চ ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/মিরঃডিওএইচএস/অঃকাঃশঃকঃ/৫ম তলা/৩২/১০ নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ দরদাতা যথানিয়মে ১ম কিস্তির ১৫,৭৯,৩২৩/-(পঁনের লক্ষ উনআশি হাজার তিনশত তেইশ) টাকা পরিশোধ করেছেন। উক্ত দোকানের সর্বোচ্চ দরদাতা জনাব এম মকসুমুল কাদের, পিতা- মরহুম ফয়জোর রহমান ১৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের আবেদনে উক্ত দোকানটি ইজারার নিমিত্তে টেন্ডার ফরম পুরনে ভুলক্রমে প্রতিষ্ঠানের নামের পরিবর্তে তাঁর নিজের নাম লিখেছেন এবং উক্ত দোকানটি তার নিজের নামের পরিবর্তে 'ওসেনিয়া ট্রেড এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড', ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কমডোর এম মকসুমুল কাদের" এর নামে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত দোকানটি অদ্যাবধি দর দাখিলকারীর নামে নামজারী করা হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবনাটির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে দর দাখিলকারী ব্যক্তির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর নামে নামজারী না করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৯ঃ মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৩য় তলার-২৩ নং দোকানটির মালিকানা/পজেশন হস্তান্তর অনুমতির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের দোকান/স্পেস ইজারার নিমেত্তে ১৬ মার্চ, ২০১১ তারিখে দরপত্র আহবান করা হলে ৩য় তলার-২৩ নং দোকান এর জন্য জনাব মাহবুব আলম, পিতা- ডাঃ আব্দুস সোবহান কর্তৃক দাখিলকৃত ২২,১০,২০০/-(বাইশ লক্ষ দশ হাজার দুইশত) টাকার দরটি সর্বোচ্চ হয়। উক্ত দরটি বোর্ডসভা এবং সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের অনুমোদন হওয়ায় ০৮ কিস্তিতে সালামীর অর্থ পরিশোধ করার জন্য অত্র দপ্তরের ২৮ মে ২০১৩ তারিখের ঢাক্যাবো/মিরঃডিওএইচএস/অঃকাঃশঃকঃ/৩য় তলা/২৩/১১ নং পত্রে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ দরদাতা সমুদয় কিস্তির টাকা পরিশোধ করেছেন। তিনি উক্ত দোকানটির মালিকানা/পজেশন তাঁর পরিচিত জনাব মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, পিতা-শেখ নুর মোহাম্মদ এর নিকট হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে ১১ জুন ২০১৭ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। এমতাবস্থায় হস্তান্তর অনুমতি ফি ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা এবং নামজারী ফি ১০,০০০/-(দশ হাজার) পরিশোধ সাপেক্ষে হস্তান্তর/নামজারী অনুমতি দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, উক্ত দোকানটি সর্বোচ্চ দরদাতার নামে অদ্যাবধি নামজারী করা হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৩য় তলার-২৩ নং দোকানটির ইজারা গ্রহীতা জনাব মাহবুব আলম, পিতা- ডাঃ আব্দুস সোবহান কর্তৃক চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১০ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের হকার হার্ডস্ট্যান্ড ভিটিসমূহ বরাদ্দের নিমিত্তে গঠিত কমিটি কর্তৃক লটারীর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ হার্ডস্ট্যান্ডে মোট-১৪৮ টি ভিটি রয়েছে। ভিটিসমূহের মধ্যে ৩৯ টি ভিটির ভাড়া সকাল-বিকাল আদায়ের অনুমতি ছিল বিধায় মোট (১৪৮+৩৯) = ১৮৭ টি ভিটি হতে নির্ধারিত খাজনা আদায় করা হয়েছে। ভিটিসমূহকে মোট ০৪ টি ট্রেডে ভাগ করা হয়েছিল। ট্রেডসমূহ হলো ঃ সবজি-৮২টি, কাপড়-৩৯টি, ফল-৪৩টি এবং আলু-পিয়াজ- ২৩টি সহ সর্বমোট (৮২+৩৯+৪৩+২৩) = ১৮৭ টি। স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ২৫ মার্চ ২০১৮ তারিখের ৬১২/১/রজনীগন্ধা নং পত্রে ২৭ মার্চ ২০১৮ তারিখে স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের সম্মেলন কক্ষে স্টেশন কমান্ডার মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত নিম্নেবর্ণিত কমিটি কর্তৃক হার্ডস্ট্যান্ড এর সকল ব্যবসায়ী/ হকারগণকে নিয়ে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১। অধিনায়ক-১× অফিসার, ১৩ এমপি ইউনিট।
২। সিইও, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।
৩। রেভিনিউ অফিসার, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।
৪। কঞ্জারভেন্সী সুপার ভাইজার, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট, ঢাকা।

উক্ত সমন্বয় সভায় ৩৯ টি ভিটির খাজনা সকাল-বিকাল আদায়ের অনুমতি বাতিলের নির্দেশনা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর এসটিও মেজর এস এম হাবিব ইবনে জাহান এর উপস্থিতিতে বাজার কমিটির সদস্যগণ এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে মার্কেটের হার্ডস্ট্যান্ডটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে যে সকল ব্যবসায়ীগণকে ভিটিতে পাওয়া গিয়েছে তাদের ০৪ টি ট্রেডে ভাগ করে অর্থাৎ সবজি-৫১ টি, কাপড়-৪৫ টি, ফল-৩৪ টি এবং আলু-পিঁয়াজ ১৫টি, ডিমের ভিটি ০১টি ও মাটির তৈরী হাড়িপাতিল ০১ টিসহ মোট (৫১+৪৫+৩৪+১৫+১+১)= ১৪৭ জনের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত তালিকায় ট্রেড অনুযায়ী হার্ডস্ট্যান্ড এর ব্যবসায়ীগণকে নিয়ে স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে ১৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে সবজি ও কাপড় এবং ১৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে দুপুর ১.০০ টায় ফল ও আলু-পিঁয়াজের ভিটিসূমহের লটারী অনুষ্ঠিত হয়। লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বরের ভিটির ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক উপরোক্ত কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত তালিকা বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের বিভিন্ন ট্রেডের সম্পূর্ণ অস্থায়ী ১৪৭টি ভিটি লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দকৃত তালিকা (পরিশিষ্ট-খ) অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। প্রতিটি ভিটি ব্যবহারের জন্য দৈনিক ৪০/-(চল্লিশ) টাকা হারে মাসিক এককালীন ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা অগ্রীম খাজনা আদায় করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১১ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্টোরে রক্ষিত অকেজো ও অব্যবহারযোগ্য পুরাতন মালামাল নিলামের ২৭,০০০/- (সাতাশ হাজার) টাকার সর্বোচ্চ দর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য যে, উক্ত অকেজো মালামালের জন্য কমিটি কর্তৃক ২৫,৬৩২/- (পঁচিশ হাজার ছয়শত বত্রিশ) টাকার এমআরপি নির্ধারণ করা হয়েছিল।

আলোচনা ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্টোরে রক্ষিত পুরাতন অকেজো মালামাল নিলামে বিক্রির জন্য কমিটি কর্তৃক তালিকা প্রস্তুত ও ২৫,৬৩২/- (পঁচিশ হাজার ছয়শত বত্রিশ) টাকার এমআরপি নির্ধারণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক উক্ত পুরাতন মালামাল নিলামে বিক্রির জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে মেসার্স আনোয়ার এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক ২৭,০০০/- (সাতাশ হাজার) টাকার সর্বোচ্চ দর দাখিল করা হয়। উক্ত সর্বোচ্চ দর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্টোরে রক্ষিত অকেজো ও অব্যবহারযোগ্য পুরাতন মালামাল নিলামের জন্য মেসার্স আনোয়ার এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক দাখিলকৃত ২৭,০০০/- (সাতাশ হাজার) টাকার সর্বোচ্চ দর অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১২ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের কিচেন মার্কেট প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে একটি আধুনিক ও সময়োপযুগী মার্কেট নির্মাণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। মার্কেটটির নির্মাণ কাজ ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হবে। প্রথম ধাপে কিচেন মার্কেট (মাছ, মাংস,সব্জি ইত্যাদি) এবং চাউলসহ অন্যান্য সামগ্রীর মার্কেট এবং দ্বিতীয় ধাপে অন্যান্য ট্রেডের জন্য মার্কেট নির্মাণ করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কিচেন মার্কেট নির্মাণের জন্য গত ২৯ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-৩ এর মাধ্যমে ২২,৫২,৯৫,৮৫৯/- (বাইশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত ঊনষাট) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হয়েছে। সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ৩০ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ২৩.২২.০০০০.০২৭.০১৪.০৯৬.১৮.১২-৩২ নং পত্রের মাধ্যমে উক্ত কাজের মূল্যানুমান ও নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। সে মোতাবেক দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং আগামী ০৭ মে দরপত্র গ্রহণ করা হবে। প্রথম ধাপের কিচেন মার্কেটের ১ম ও ২য় তলার দোকানসমূহের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	তলা	নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত দোকান সংখ্যা	টাকা জমা দিয়েছে/ দেয়ার প্রক্রিয়াধীন (বিদ্যমান দোকান মালিক)	অবশিষ্ট দোকান (পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য)
১।	নিচতলা	মুরগী- ১০৫টি মাংস- ৩৪টি সবজি- ৫১টি মাছ- ৬৩টি পাইকারী মাছ বিক্রয় দোকান- ৩৩টি মোট = ২৮৬ টি	১৭২ টি	১১৪ টি
২।	২য় তলা	গ্রোসারী- ৯৪টি ভ্যারাইটজ- ১৯৬টি মোট = ২৯০ টি	-	২৯০ টি
		মোট = ৫৭৬ টি	**১৭২ টি**	**৪০৪ টি**

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে নির্মিতব্য কিচেন মার্কেটের নিচতলা ও দ্বিতীয় তলার দোকান সমূহের সরকারী দর উল্লেখপূর্বক দরপত্রের শর্তাবলী প্রস্তুত করে নিচতলার ১১৪ ও ২য় তলার ১৯০টি দোকান বিক্রির জন্য দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে দরপত্র আহ্বানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৩ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসংগে ঃ-

ক্রঃ নং	কাজের নাম	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ২০১৬ অনুযায়ী (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ পাকা মার্কেটের ১৫০ আরএম বৈদ্যুতিক পুরাতন ক্যাবল পরিবর্তন করে নতুন ক্যাবল স্থাপন।	১,২৫,১৯৭/-	বাজারের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	ইলেকট্রিক লাইনম্যান মোঃ সালাহ উদ্দিন এর ১৭/৪/২০১৮ তারিখের আবেদনপত্র।
২.	মিরপুর ডিওএইচএস এর ৩য় ধাপের রোড নং-৩০/এ (উত্তর), ৩০/এ (দক্ষিণ), নিউ রোড-১৬ এবং ১৭ Asphalt plant এর সাহায্যে কার্পেটিং কাজ।	৮৩,১৮,৬৪৬/-	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ/বোর্ড তহবিল	কার্যবৃত্ত পত্রের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়েছে। ঘটনোত্তর অনুমোদন।
৩.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১১ নং রোড সংলগ্ন ৮২ এবং ৮৩ নং প্লটের দক্ষিণ প্রান্ত হতে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত ৩১৭ ফুট লম্বা ৩ফুট ডায়া আরসিসি পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ।	১০,৩০,০০০/-	বোর্ড তহবিল	
৪.	শহীদ সরণিস্থ ক্যান্টেইন বেকারীর সম্মুখে ফুটপাত ভেঙ্গে ড্রেন পরিস্কারকরণ কাজ।	৪,৬১,০৩৩/-	নর্দমা খাত	
৫.	ঢাকা সেনানিবাসে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল (সাইনবোর্ড, সিমেন্টের ব্লক, শিকল, রশি, রং, সিমেন্ট, বালু, ইউটার্ন বোর্ড, হানিকম্ব স্টীকার, রোড ডিভাইডার, রোড মার্কিং রং ইত্যাদি) সরবরাহ কাজ।	৯,৮০,১৪০/-	বোর্ড তহবিল	কার্যবৃত্ত পত্রের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়েছে। ঘটনোত্তর অনুমোদন।
৬.	শহীদ সরণিতে ৫টি ডিজিটাল স্ক্রলবার ও ৩টি এলইডি ঘড়ি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৩,০০,৪৯৪/-	বোর্ড তহবিল	
৭.	ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারের সরকারী বাসভবন হাইজেনিক ওয়াশকরণ ও বিল্ডিং এর বাহির পার্শ্ব ওয়েদারকোটকরণ কাজ।	৩,৯৮,০০০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	
৮.	বনানী কবরস্থানে জরাজীর্ণ ১২০টি টিউব লাইট শেড পরিবর্তন এবং ঝড়ে ভাঙ্গা ৪টি পোল নতুন স্থাপন।	৫,৭৯,৫৪০/-	জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত	
৯.	ভাষানটেক পকেট গেটগামী রাস্তার উভয় পার্শ্বের জমাকৃত মাটি অপসারণ, রাস্তার গর্ত মেরামত ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য পিভিসি পাইপ স্থাপন কাজ।	৪,৫২,০৯৪/-	বোর্ড তহবিল	
১০.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ হার্ডস্ট্যান্ডের পুরাতন অকেজো টিন পরিবর্তন।	৪,৩১,০৭৫/-	বাজারের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	
১১.	ঢাকা সেনানিবাসস্থ শহীদ সরণির বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন।	৭,৫০,০০০/-	বোর্ড তহবিল	বাবিবা ঘাঁটি বাশার এর ১৬/৪/২০১৮ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে

আলোচনা ঃ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় বসবাসকারী নাগরিক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান নিয়ম অনুসরণ করে মূল্যানুমান প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে আলোচ্যবিষয়-১৩ এর ১১টি প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ক্রমিক নং-১, ৪, ৭ ও ১০ এ বর্ণিত ০৪ (চার)টি প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ক্রমিক নং-২, ৩, ৫, ৬, ৮, ৯ ও ১১ এ বর্ণিত ০৭(ছয়)টি প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদনসহ ব্যয়ের অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১৪ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের Responsive Tender অনুমোদন প্রসংগে ঃ-

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস ২০১৬ মোতাবেক (টাকা)	Responsive Tenderer	উদ্ধৃত্ত দর (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১।	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১ নং রোডের ৪ নং ও ৫ নং রোডের ৩ নং পানির পাম্পে ১৫০ মিমি ডায়া কলাম পাইপ সংযোজন এবং মেরিন ক্যাবল বর্ধিতকরণ কাজ।	২,৯৯,৯৫২/-	বিল্লাল বোরিং এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	২,৯৯,৬৮২/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (পানি)	
২।	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের ৬৪/এ (নিচতলা-পূর্ব পার্শ্ব) বাসার তিনটি জানালার নিরাপত্তা গ্রীল সরবরাহ ও স্থাপন।	৩৯,৫২১/-	মেসার্স মাসুম ইঞ্জিনিয়ারিং	৩৯,৫২১/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৩।	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের ৯৭ নং টিনসেড স্টাফ কোয়ার্টার মেরামত ও সংস্কারকরণ।	৭২,৭৫০/-	মেসার্স জুই এন্টারপ্রাইজ	৭২,৭৫০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৪।	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১০ নং রোডের ভবন নং-৪৮/এ, ভবন নং-২, ৬ষ্ঠ তলার উত্তর পার্শ্ব মেরামত ও রংকরণ।	৯৫,২৩৮/-	মেসার্স আমিন ব্রাদার্স	৯৫,২৩৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৫।	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের ৪/ডি নং বাসার টিনের ছাউনি পরিবর্তন কাজ।	৬৯,৮৮৩/-	মেসার্স সিফাত এন্টারপ্রাইজ	৬৯,৮৮৩/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৬।	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের ৫২/বি-৩ (নিচতলা) মেরামত ও রংকরণ।	৪৭,২০১/-	মেসার্স আরএস এন্টারপ্রাইজ	৪৭,২০১/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৭।	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদ (আল্লাহু মসজিদ) এর মেরামত ও রংকরণ কাজ।	৭,২৮,৯১৮/-	দি এসোসিয়েটস্	৭,২৮,৯১৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৮।	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১০ নং রোডের ৪৮/এ,ভবন-১, ফ্ল্যাট নং-২ মেরামত ও রংকরণ।	৬৫,০৪৮/-	মেসার্স এম এইচ এন্টারপ্রাইজ (মিরপুর-১৪)	৬৫,০৪৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৯।	শহীদ বদিউজ্জামান রোডের ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার নং-১/সি (নিচতলা-পশ্চিম পার্শ্ব) মেরামত ও রংকরণ।	৫৯,৯২৫/-	মেসার্স জুয়েল এন্টারপ্রাইজ	৫৯,৯২৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১০।	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের ৬৫/ডি-১ (নিচতলা-দক্ষিণ পূর্ব পার্শ্ব) বাসার জানালার নিরাপত্তা গ্রীল সরবরাহ ও স্থাপন।	৪৫,০৫৪/-	মেসার্স এস এস ট্রেডার্স	৪৫,০৫৪/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১১।	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার শিশু পার্কের খেলনা ও বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত ও রংকরণ কাজ।	১,৯৯,৭৩৪/-	মেসার্স প্রোগ্রেসিভ ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কোং	১,৯৯,৭৩৪/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১২।	স্বাধীনতা সরণির বনানী এমপি চেকপোষ্ট হতে ১৬ বীর চৌরাস্তা পর্যন্ত রিক্সা লেনের রোড ডিভাইডার অপসারণ, নতুন মঈনুল রোড চৌরাস্তায় পাকা ডিভাইডার ও রেলিং রংকরণ এবং হাজী মহসিনের সামনে রিক্সা লেইনের স্টপ লাইন মার্কিংকরণ কাজ।	১,৬৬,১৬৪/-	মেসার্স জুঁই এন্টারপ্রাইজ	১,৬৬,১৬৪/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১৩।	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্টাফ কোয়ার্টার নং-৬৪/আই এর পিছনের ড্রেন সংস্কার ও পরিস্কারকরণ কাজ।	৮৩,৭৬৮/-	মেসার্স এস এস ট্রেডার্স	৮৩,৭৬৮/-	নর্দমা খাত	

১৪।	ডিএসসিএসসি, মিরপুর সেনানিবাসের গ্রাজুয়েশন উপলক্ষে ১ নং এমপি চেকপোষ্ট হতে এমআইএসটি পর্যন্ত রাস্তার আইল্যান্ড মেরামত ও রংকরণ কাজ।	১,২২,৭০৫/-	মেসার্স এম এইচ এন্টারপ্রাইজ (মিরপুর-১৪)	১,২২,৭০৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১৫।	শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের বাৎসরিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	২,৫০,০০০/-	মেসার্স পাইওনিয়ার এন্টারপ্রাইজ	২,৪৮,৭৫০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
১৬।	মিরপুর ডিওএইচএস সিএসডির সামনে বিদ্যমান এনার্জি সেভিং লাইট পরিবর্তন করে এলইডি স্ট্রীট লাইট স্থাপন কাজ।	২,২৮,০৩৫/-	মেসার্স মনির এন্ড কোং	২,২৮,০৩৫/-	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/ বিবিধ/ বোর্ড তহবিল	
১৭।	বনানী ডিওএইচএস এলাকার ওয়েষ্টার্ণ রোড, রোড নং-২, ৪, ৬ ও ইষ্টার্ণ রোডের স্পীড ব্রেকার রংকরণ কাজ।	১,১২,১৫৬/-	মেসার্স এস আলম এন্টারপ্রাইজ	১,১২,১৫৬/-	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/ বিবিধ/ বোর্ড তহবিল	
১৮।	মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় অবস্থিত স্পীড ব্রেকার রংকরণ কাজ।	২,৩৪,৪০৪/-	মেসার্স সিফাত এন্টারপ্রাইজ	২,৩৪,৪০৪/-	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/ বিবিধ/ বোর্ড তহবিল	
১৯।	স্বাধীনতা সরণির শহীদ আনোয়ার চৌরাস্তা হতে পূর্ব দিকে মইনুল রোড চৌরাস্তা পর্যন্ত এবং আদমজী ক্যান্ট কলেজের সম্মুখে রাস্তার মাঝখানে বিপজ্জনক পারাপার বন্ধের জন্য জিআই পাইপের ফেন্সিং স্থাপন কাজ।	৮,৮০,০০০/-	মেসার্স সফিক ট্রেডিং কর্পোরেশন	৮,৩৭,৩৫০/২১	বোর্ড তহবিল	

আলোচনা ঃ আলোচ্য বিষয়-১৪ এ বর্ণিত ছকে প্রকল্পগুলোর মূল্যানুমান বোর্ডসভা এবং সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। গ্যারিসন ডিউটি অফিসার (জিডিও)'র উপস্থিতিতে টেন্ডার ওপেনিং কমিটির উপস্থিতিতে দরপত্র বাক্স খোলা হয় এবং টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (টিইসি) কর্তৃক পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ১৪.১। আলোচ্য বিষয়-১৪ এর ১৯(উনিশ)টি প্রকল্পের দর অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

১৪.২। ক্রমিক নং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ এ উল্লেখিত ১৫(পঁনের)টি প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৩। ক্রমিক নং-১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ এ উল্লেখিত ০৪(চার)টি প্রকল্পের দর অনুমোদন, ব্যয়ের অনুমোদন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১৫ঃ বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ১৪২ নং প্লটে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন (৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম তলা নির্মাণ) এর বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ১৪২ নং প্লটে অত্র দপ্তর হতে ০৬ তলা বাড়ির নকশা অনুমোদন করা হয়। সে মোতাবেক ০৬ তলা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত প্লটের ইজারা গ্রহীতা ৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম তলা নির্মাণের জন্য অত্র দপ্তরে সংশোধিত নকশা দাখিল করেছেন। কিন্তু উক্ত ভবনের ০৬ জন ফ্ল্যাট ক্রেতা ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের নকশা অনুমোদন না করার জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ডিওএইচএসসমূহের প্লটে নির্মিত বাড়ীর ছাদের মালিকানা নিরঙ্কুশভাবে বরাদ্দলাভকারীর।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ১৪২ নং প্লটে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন (৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম তলা নির্মাণ) নকশা এমআইএসটি'র কারিগরী ভেটিং এর জন্য প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কারিগরী ভেটিং বাবদ এমআইএসটি'র যাবতীয় ব্যয় প্লট মালিককে বহন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১৬ঃ সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের রেজিস্ট্রেশন এবং ডাটাবেজ সংরক্ষণ প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ বিষটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক প্রশাসন এর ১৯/০২/২০১৮ তারিখের এসকেএমসিবিজিএইচ/৪১ নং পত্রের মাধ্যমে জানান যে, হাসপাতালে অটোমেশন পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম করা আছে কিন্তু অদ্যাবধি চালু হয়নি। হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের রেজিস্টেশন করা হলে নিম্নোক্ত সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারবেন মর্মে উল্লেখ করেন ঃ-

(ক) রেজিস্টেশন নম্বর, রক্তের গ্রুপ ও মোবাইল নম্বরসহ সুদৃশ্য একটি রেজিস্টেশন কার্ড পাওয়া যাবে।
(খ) রেজিস্টেশন কার্ড এর মাধ্যমে ডাক্তার এর নিয়মিত ফলোআপ করতে পারবেন।
(গ) কার্ড প্রদর্শনের ফলে অত্র হাসপাতালে প্রতিবার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না।
(ঘ) বহিঃবিভাগ, আন্তঃবিভাগ ও ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে সহজ হবে।
(ঙ) কার্ড হারিয়ে গেলেও রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সংরক্ষিত থাকবে।
(চ) কার্ড হারিয়ে গেলে পুনরায় ফি জমা করে কার্ড গ্রহণ করা যাবে।
(ছ) কার্ড দিয়ে রোগীগণ হাসপাতাল হতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য সেনানিবাসে প্রবেশে সহায়তা করবে।

উক্ত হাসপাতালের পরিচালক প্রশাসন রেজিস্টেশন কার্ড বাবদ "এ" ক্যাটাগরীর নিকট হতে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং বাহিরের রোগী হতে ১০০/- (একশত) টাকা আদায় করা যেতে পারে মর্মে প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের ডাটাবেজে রেজিস্ট্রেশন করতঃ 'এ' ক্যাটাগরী রোগীদের নিকট হতে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা এবং বহিরাগত রোগীদের নিকট হতে ১০০/- (একশত) টাকার বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রদানের অনুমতি প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৭ঃ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠে পবিত্র ঈদ-উল ফিতর এর নামাজ আদায়ের জন্য ঈদগাহ মাঠের ১৮০ - ০˝ × ১৩০ -০˝ জায়গার ত্রিপল, ম্যাট, সাদা চাদরের বিছানা, ০২(দুই)টি গেট, ইমাম সাহেবের মিম্বর তৈরী এবং পশ্চিম পার্শ্বের গ্রীলে সাদা কাপড়ের ঘেড়াও এর কাজের জন্য ৭,৭৫,০০০/-(সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত। উক্ত ব্যয় মসজিদ খাত হতে সংকুলান করা যেতে পারে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এর জামাত অনুষ্ঠিত হবে। ঈদ-উল ফিতর এর নামাজ আদায়ের জন্য ঈদগাহ মাঠের ১৮০ - ০˝ × ১৩০ -০˝ জায়গার ত্রিপল, ম্যাট, সাদা চাদরের বিছানা, ০২(দুই)টি গেট, ইমাম সাহেবের মিম্বর তৈরী এবং পশ্চিম পার্শ্বের গ্রীলে সাদা কাপড়ের ঘেড়াও এর কাজের জন্য ৭,৭৫,০০০/-(সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা ব্যয় হবে। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় মসজিদ খাত হতে সংকুলান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এর জামাত অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৮০ - ০˝ × ১৩০ -০˝ জায়গার ত্রিপল, ম্যাট, সাদা চাদরের বিছানা, ০২(দুই)টি গেট, ইমাম সাহেবের মিম্বর তৈরী এবং পশ্চিম পার্শ্বের গ্রীলে সাদা কাপড়ের ঘেড়াও এর কাজের জন্য ৭,৭৫,০০০/-(সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বোর্ড তহবিল হতে সংকুলান করতে হবে। দরপত্র আহ্বান করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১৮ঃ ঢাকা সেনানিবাসের বিভিন্ন স্থানে ঝড়ে ভাঙ্গা বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, গাছের ডালা ও লাকড়ী নিলামে বিক্রির সর্বোচ্চ ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ) হাজার টাকার দর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাসের শহীদ সরণির পার্শ্বে ঝড়ে ভাঙ্গা বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, গাছের ডালা ও লাকড়ী নিলামে বিক্রির জন্য ১০ এপ্রিল ২০১৮ইং তারিখে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হলে ২২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে প্রকাশ্য নিলাম ডাক অনুষ্ঠিত হয়। নিলাম ডাকে ০৪(চার) জন ডাককারি অংশগ্রহণ করেন। ডাককারিদের মধ্যে জনাব মোঃ সুমন, ভাষাণটেক বাজার, ঢাকা কর্তৃক ১,২০,০০০/-(এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকার সর্বোচ্চ ডাক প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত গাছ, গাছের ডালা ও লাকড়ীর এমআরপি নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮৬,০০০/- (ছিয়াশি হাজার) টাকা।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা সেনানিবাসের বিভিন্ন স্থানে ঝড়ে ভাঙ্গা বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, গাছের ডালা ও লাকড়ী নিলামে বিক্রির নিমিত্তে জনাব মোঃ সুমন, ভাষাণটেক বাজার, ঢাকা কর্তৃক দাখিলকৃত ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকার সর্বোচ্চ দর অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৯ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ শহীদ সরণির বিএএফ বেস বাশার এলাকার ফুটপাতের নিচের ড্রেন পরিষ্কার প্রসংগে।

আলোচনা ঃ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার, প্রশাসনিক শাখার ১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ০০.০৩.২৬০০.১৫৮.২২.০০৫.১৬.৭৩ক নং পত্রের মাধ্যমে বিবা ঘাঁটি বাশার এলাকার মূল সড়কের পাশের ফুটপাতের নিচের ড্রেন পরিস্কার কাজের জন্য ৩,৫৮,৩১৬/-(তিন লক্ষ আটান্ন হাজার তিনশত ষোল) টাকা ব্যয়ের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় বিমান বাহিনী ঘাঁটি বেস বাশার খাত হতে সংকুলান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে আপাততঃ উক্ত ড্রেন পরিষ্কারের প্রকল্পটি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২০ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ এবং অপসারণ কাজে নিয়োজিত ০৪(চার)টি কঞ্জারভেন্সী ট্রাকের জন্য ১০(দশ)টি টায়ার ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৯০,০০০/-(এক লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ এবং অপসারণ কাজে নিয়োজিত কঞ্জারভেন্সী ট্রাক নং-১১-৩৩৯২ এর জন্য ০২টি, ১১-১১২৭ এর জন্য ০৩টি, ০৫-০০১৬ এর জন্য ০২টি এবং ট্রাক নং-২ এর জন্য ০৩টিসহ সর্বমোট ১০(দশ)টি টায়ার ক্রয় করা প্রয়োজন। প্রতিটি টায়ার ১৯,০০০/-(উনিশ হাজার) টাকা হিসাবে ১০(দশ)টি টায়ার ক্রয় করতে ১,৯০,০০০/-(এক লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ব্যয় হবে। উক্ত ব্যয় আর্মি, বিমান বাহিনী এবং সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে সংকুলান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ এবং অপসারণ কাজে নিয়োজিত ০৪(চার)টি কঞ্জারভেন্সী ট্রাকের জন্য ১০(দশ)টি টায়ার ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৯০,০০০/-(এক লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় আর্মি, বিমান বাহিনী এবং সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২১ঃ ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় রিকশা ব্যবহারকারী/রিকশা যাত্রীদের নিকট হতে অভিযোগ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে ০৮(আট)টি স্টীলের বক্স স্থাপনের জন্য ৩৩,৬০০/- ত্রেত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাসে চলাচলকারী রিকশা চালকগণ প্রায়শঃই যাত্রীদের নিকট হতে নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত দাবী করে থাকেন। এ প্রেক্ষিতে রিকশা চালক ও যাত্রীদের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে। রিকশা চালকদের বিরুদ্ধে যাত্রীদের কোন অভিযোগ থাকলে তা গ্রহণ করার জন্য সেনানিবাসের আটটি পয়েন্টে অভিযোগ গ্রহণ বাক্স স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রতিটি বাক্স ৪,২০০/-(চার হাজার দুইশত) টাকা হিসেবে ৩৩,৬০০/- (তেত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয় হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় রিকশা ব্যবহারকারী/রিকশা যাত্রীদের নিকট হতে অভিযোগ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে ০৮(আট)টি স্টীলের বক্স স্থাপনের জন্য ৩৩,৬০০/- ত্রেত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২২ঃ মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৭টি দোকান/স্পেস এর ইজারা দর অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৫২ টি দোকান/স্পেস ইজারার নিমিত্তে দৈনিক যুগান্তর ও দি ডেইলী ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ২৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। উক্ত তারিখে তলা ভিত্তিক ০৭(সাত) টি দোকান/স্পেস এর জন্য মোট ০৮(আট)টি দরপত্র পাওয়া যায়। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাইয়ান্তে দরসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ-

ক্র/নং	দর দাতার নাম ও ঠিকানা	দোকান নম্বর	আয়তন (বর্গফুট)	সরকারী দর প্রতি বর্গফুট	উদ্ধৃত দর		প্রাপ্ত দরপত্র
					প্রতি বর্গফুট	মোট টাকা	
১.	উইং কমান্ডার শাহনেওয়াজ (অবঃ) পিতা-মৃত আবুল কাশেম	১ম তলা-৬ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)	২৮৭.৮০	১৭০০০/-	১৭,৫০১	৫০,৩৬,৭৮৭.৮০	০২ টি

২.	১। জনাব শামীম আল মামুন পিতা-মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মিয়া ২। জনাব গোলাম সারোয়ার পিতা-মোঃ সিরাজুল ইসলাম	২য় তলা-৩১ (ফাস্ট ফ্লোর)	৯০২.৭৬	১৬০০০/-	১৬,২০০	১,৪৬,২৪,৭১২.০০	০১ টি
৩.	১। জনাব গোলাম সারোয়ার পিতা-মোঃ সিরাজুল ইসলাম ২। জনাব নাহিদ সরকার পিতা- ওয়াজ উদ্দিন সরকার	৩য় তলা-৩২ (সেকেন্ড ফ্লোর)	৯০২.৪৭	১৫০০০/-	১৫,২০০	১,৩৭,১৭,৫৪৪.০০	০১ টি
৪.	জনাব রাজি-আল-মুগনী খান পিতা-আবুল কাশেম খান	৪র্থ তলা-১৪ (থার্ড ফ্লোর)	১০১.৬৯	১৪৫০০/-	১৫,০১৫	১৫,২৬,৮৭৫.৩৫	০১ টি
৫.	১। জনাব শামীম আল মামুন পিতা-মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মিয়া	৫ম তলা-১৩ (ফোর্থ ফ্লোর)	২০১.২৬	১৪০০০/-	১৫,২০১	৩০,৫৯,৩৫৩.২৬	০১ টি
৬.	সিএসডি বাংলাদেশ সিএসডি ভবন (৩য় তলা) ঢাকা সেনানিবাস।	১০ম তলা (ফ্লোর)	৮৮৭০.০ ০	১২০০০/-	১২,০০০	১০,৬৪,৪০,০০০.০০	০১ টি
৭.	সিএসডি বাংলাদেশ সিএসডি ভবন (৩য় তলা) ঢাকা সেনানিবাস।	১১তম তলা (ফ্লোর)	৬৮০৬.০ ০	১২০০০/-	১২,০০০	৮,১৬,৭২,০০০.০০	০১ টি

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৭টি দোকান/স্পেস এর ১০(দশ) বছর মেয়াদে ইজারার জন্য প্রাপ্ত দর অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২৩ঃ বারিধারা স্কলার্স ইনস্টিটিউশনের ৫(পাঁচ) তলা ভবনের নকশা অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, বারিধারা স্কলার্স ইনস্টিটিউশন ১৯৯৮ সালে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে ০৫(পাঁচ) তলা ভিত বিশিষ্ট দোতলা ভবন নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সালে স্কুলটি সেনাকর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থাপনার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে সেনাকর্তৃপক্ষের অর্থায়নে বিদ্যালয়টির ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। সাব-স্টেশন নির্মাণ এবং ডেসকো হতে বিদ্যুৎ পাওয়ার লক্ষ্যে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে নকশা অনুমোদন প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, মাস্টার প্ল্যানে উক্ত স্থানে স্কুল দেখানো আছে। সে হিসেবে বারিধারা স্কলার্স ইনস্টিটিউশন এর নকশা অনুমোদন করা যেতে পারে। যেহেতু বিদ্যালয়ের জমিটি বি-৪ শ্রেণীভুক্ত, তাই পরবর্তীতে এমইও'র মাধ্যমে জমির ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে বারিধারা স্কলার্স ইনস্টিটিউশনের ৫(পাঁচ) তলা ভবনের নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। জমির ছাড়পত্রের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এমইও, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাসের সাথে সমন্বয় করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য পত্র প্রদান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২৪ঃ কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-১০ নং বাড়ীর ০৬(ছয়) তলার উপর ০৭(সাত) তলা নির্মাণের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-১০ নং প্লটে ০৬(ছয়) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক গত ২৯ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে নকশা অনুমোদন করা হয়। বর্তমানে উক্ত প্লটে ০৬(ছয়) তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং জমির মালিকগণ উক্ত প্লটে ৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম তলা নির্মাণের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের জন্য দাখিল করেছেন। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, বাড়ীর মালিকগণের সাথে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান (ডেভলপার) এর বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য থাকায় বর্তমানে নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। এছাড়াও জমির মালিকানা, জমির পরিমাণ, ডেভলপারের সাথে মালিকগণের চুক্তি, ফ্ল্যাট ক্রেতাগণের সাথে ডেভলপার কোম্পানীর বিভিন্ন সমস্যা থাকায় ডেভলপার কোম্পানী সরেজমিনে দীর্ঘদিন যাবৎ কোন কাজ করছেন না। এতে করে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিবদমান বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে সমঝোতা/আইনগতভাবে সমাধান করে সম্মিলিতভাবে আবেদন করা হলে সংশোধিত নকশা অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে নির্মিত ভবন, দাখিলকৃত নকশা ও অন্যান্য কাগজাদি যাচাই-বাছাই করে সঠিক থাকলে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের বিষয়ে এমআইএসটি'র মতামতের জন্য প্রেরণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এমআইএসটি'র কারিগরী ভেটিং বাবদ যাবতীয় খরচ আবেদনকারীগণকে বহন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২৫ঃ গত ২৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১২ এর সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে মিরপুর ডিওএইচএস এর ৮০০ ও ৮০১, ৯৯৮ এবং বারিধারা ডিওএইচএস এর ৪৬৪ নং প্লটে সংশোধিত নকশা অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, গত ২৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১২(১), ১২(২) ও ১২(৩) এর মাধ্যমে মিরপুর ডিওএইচএস এর ৮০০ ও ৮০১, ৯৯৮ এবং বারিধারা ডিওএইচএস এর ৪৬৪ নং প্লটে আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের আবেদন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্রমিক নং-১, ২ ও ৩ এ বর্ণিত ৩ টি প্লট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে বাস্তব অবস্থার ছবিসহ মতামত আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন ও ছবি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ-

২৫.১। মিরপুর ডিওএইচএস এর ৮০০ ও ৮০১ নং প্লটে আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৫.২। মিরপুর ডিওএইচএস এর ৯৯৮ নং প্লটে আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৫.৩। বারিধারা ডিওএইচএস এর ৪৬৪ নং প্লটে নিচতলার গ্যারেজে একটি ইউনিট নির্মাণের আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের নকশা অনুমোদন না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৬ঃ গত ২৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১৫ এর সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে মিরপুর ডিওএইচএস এর ৪৫৪ নং প্লটে সংশোধিত ০৭ তলার (আভ্যন্তরীন পরিবর্তন-২য় তলায় দুই ইউনিটের পরিবর্তে এক ইউনিট এবং ৩য় তলায় দুই ইউনিটের পরিবর্তে এক ইউনিট) নকশা অনুমোদন প্রসংগে সংশ্লিষ্ট প্লট মালিকের ০৭ মার্চ ২০১৮ তারিখের আবেদনপত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্য বিষয়-১৮(২) এর মাধ্যমে মিরপুর ডিওএইচএস এর ৪৫৪ নং প্লটে সংশোধিত ০৭ তলার (আভ্যন্তরীন পরিবর্তন-২য় তলায় দুই ইউনিটের পরিবর্তে এক ইউনিট এবং ৩য় তলায় দুই ইউনিটের পরিবর্তে এক ইউনিট) নকশা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে তা এমআইএসটিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের ঢাক্যাবো/প্লট নং-৪৫৪/ডিওএইচএস মিরপুর/৪১ নং পত্রের মাধ্যমে এমআইএসটির ভেটিং বাবদ অর্থ পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্লট মালিককে পত্র দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্লট মালিক ০৭ মার্চ ২০১৮ তারিখের আবেদনের মাধ্যমে বিষয়টি যেহেতু শুধুমাত্র আভ্যন্তরীন পরিবর্তন তাই এমআইএসটিতে না পাঠিয়ে বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করে দাখিলকৃত নকশাটি (শুধুমাত্র আভ্যন্তরীন পরিবর্তন) অনুমোদন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। বিষয়টি গত ২৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১৫ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস এর ৪৫৪ নং প্লটটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে আগামী সভায় মতামত উপস্থাপন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ছবি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস এর ৪৫৪ নং প্লটে আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৭ঃ গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-২ এর মাধ্যমে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে নির্মিতব্য কিচেন মার্কেটের দোকান বরাদ্দ নীতিমালা সংশোধনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, গত ২৯ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-২ এর মাধ্যমে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে প্রস্তাবিত নতুন মার্কেট নির্মাণের জন্য ফান্ড জেনারেশন, দোকান বরাদ্দ নীতিমালা, নির্মাণ প্রক্রিয়া ও অন্যান্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য কর্নেল মোঃ মাহফুজ আলম, পিএসসি, সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস এর সভাপতিত্বে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা সভায় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনুমোদিত নীতিমালাটি পর্যালোচনান্তে কয়েকটি বিষয় সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন থাকায় তা সংশোধন করার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে পরিশিষ্ট-'গ' হিসেবে সংযুক্ত রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে নির্মিতব্য কিচেন মার্কেটের দোকান বরাদ্দ নীতিমালা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। জরুরী ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান করে দোকোন বরাদ্দের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। স

আলোচ্যবিষয়-২৮ঃ বনানী সামরিক কবরস্থানে সামরিক অফিসারদের কবরের পাশে বালু ভরাট ও ঘাস লাগানোর জন্য ১,৪৩,০৮৩/- (এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিরাশি) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ বনানী সামরিক কবরস্থানে সামরিক অফিসারদের কবরের পাশে মাটি কাটা, বালু ভরাট ও ঘাস লাগানোর জন্য আনুমারিক ১,৪৩,০৮৩/- (এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিরাশি) টাকা ব্যয় হবে। বিষয়টি মিনিটশীটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় আর্মি কঞ্জারভেন্সী খাত হতে সংকুলান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বনানী সামরিক কবরস্থানে সামরিক অফিসারদের কবরের পাশে বালু ভরাট ও ঘাস লাগানোর জন্য ১,৪৩,০৮৩/- (এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিরাশি) টাকা ব্যয়ের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় আর্মি কঞ্জারভেন্সী খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২৯ঃ সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৫(পঁনের)টি পদে নিয়োগের অনুমোদন প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, গত ০৪/০১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এরিয়া কমান্ডার, সদর দপ্তর লজিষ্টিক্স এরিয়া মহোদয়কে হাসপাতাল সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় মহাপরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর এবং স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের সেবার মান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান পৃষ্ঠপোষক খণ্ডকালীন জনবল নিয়োগের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধান পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশনার আলোকে হাসপাতালের পরিচালক প্রশাসন নিম্নোক্ত ০৫টি পদের বিপরীতে খন্ডকালীন ১৫ (পঁনের) জন লোকবল নিয়োগের অনুরোধ করেন ঃ-

ক্র/নং	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	চাহিদা	সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতন	মোট
১.	মেডিকেল অফিসার	০৫	০৩	৩০,০০০.০০	৯০,০০০.০০
২.	সিনিয়র স্টাফ নার্স	৩২	০৬	১৫,০০০.০০	৯০,০০০.০০
৩.	আইসিএ	০২	০২	১৭,০০০.০০	৩৪,০০০.০০
৪.	স্টোর কীপার	০২	০১	১২,০০০.০০	১২,০০০.০০
৫.	ওয়ার্ড বয়	০৫	০৩	১০,০০০.০০	৩০,০০০.০০
	মোট =	৪৬	১৫	-	২৫৬,০০০.০০

০২। উপরিল্লিখিত ০৫টি ক্যাটাগরী পদের বিপরীতে ১৫ (পঁনের) টি শূন্য পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (খণ্ডকালীন) জনবল নিয়োগের প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মহোদয় ১৫/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদন করেন। সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ২৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখের ২৩.২২.০০০০.০১১.৩৩.০৪১.১৭-২৭৬ এবং ০২ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের ২৩.২২.০০০০.০১১.৩৩. ০৪১.১৭-২৮৯ নং পত্রের মাধ্যমে খন্ডকালীন জনবল নিয়োগের অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত খণ্ডকালীন জনবল নিয়োগ করতে প্রতি মাসে বেতন বাবদ সর্বসাকুল্যে ২,৫৬,০০০.০০ (দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা ব্যয় হবে। উক্ত ব্যয় হাসপাতালের বেতন ভাতা খাত হতে সংকুলান করা যাবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে অস্থায়ী ভিত্তিতে শূণ্য পদের বিপরীতে ১৫(পঁনের)টি পদে নিয়োগের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংযুক্ত ঃ পরিশিষ্ট-'ক', 'খ' ও 'গ'

17 May 18

(মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া)
সেক্রেটারি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
ফোন ঃ ৯৮৩৫৫৬৫, ই-মেইল : ceocbd@gmail.com

(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জালাল গনি খান, এনডিসি, পিএসসি)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

(১) ক্যাপ্টেন এম সাইফুর রহমান, (ট্যাজ), বিএসপি, বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন অধিনায়ক, বিএনএস হাজী মহসীন, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। — উপস্থিত

(২) গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ মাহামুদুর হাসান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
অধিনায়ক, বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। — উপস্থিত

(৩) কর্ণেল মোঃ মাহফুজ আলম, পিএসসি
সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। — উপস্থিত

(৪) মেজর মইনুল ইসলাম
প্রতিনিধি, কমান্ড্যান্ট, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। — উপস্থিত

(৫) কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক
বাসা#৪৪৯/২, রোড#৮ (পশ্চিম), ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। — উপস্থিত

(৬) জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ
বাড়ী#১৯, রোড#৩, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। — অনুপস্থিত

(৭) কাজী হাফিজুল আমিন
সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। — অনুপস্থিত

পরিশিষ্ট-'খ'

রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ হার্ডস্ট্যান্ডে সবজি ট্রেডে লটারীর মাধ্যমে ভিটির নম্বর প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের তালিকা ঃ

ক্র/নং	ভিটিতে ব্যবসা করার অনুমতি লাভকারীদের নাম	লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিটি নম্বর	পূর্বের ভিটি নম্বর	মন্তব্য
১।	মোঃ আলমগীর হোসেন পিতা- তৈয়বুর রহমান নোয়াখালী	১	২৯	
২।	মোঃ আব্দুল আহাদ আলী পিতা- মৃত আজিজুর রহমান সেখ গ্রাম- পাচুড়িয়া, মকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।	২	৩০	
৩।	মোঃ মোতাহের হোসেন পিতা-আব্দুল হাকিম ৯১/১৬, জিয়া কলোনী, ঢাকা ক্যান্ট।	৩	১৯	
৪।	মোঃ বেলাল হোসেন, পিতা- নূর মোহাম্মদ ১২ উত্তর কাফরুল, ঢাকা- ১২০৬।	৪	১৪	
৫।	মোঃ বাচ্চু মিয়া পিতা- মৃত আবুল কালাম আজাদ	৫	১৭	
৬।	মোঃ আঃ রহিম, পিতা- মৃত চাঁন মিয়া ১/২ উত্তর কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস।	৬	৮৭	
৭।	মোঃ রহমত উল্লাহ পিতা- মৃত দাওদের রহমান ১২১টিনসেড,উত্তর কাফরুল, ঢাকা-১২০৬	৭	১৩৬	
৮।	মোঃ ছিদ্দিক উল্লাহ, পিতা- আঃ মজিদ ৬৪/১০ উত্তর কাফরুল, ঢাকা- ১২০৬।	৮	০৯	
৯।	মোঃ শাহ্ আলম, পিতা- আবুল খায়রুল্লাহ ৪/৯ স্টাফ কোয়াটার, কাফরুল, ঢাকা।	৯	৩৬/১	
১০।	মোঃ নেসার আহমেদ (সোহেল) পিতা- নূরুল ইসলাম সাধু পাড়া,আশুলিয়া-১৩৪১, সাভার, ঢাকা	১০	০৪	
১১।	আনোয়ার হোসেন হাওলাদার পিতা- আবদুল মান্নান হাওলাদার গ্রাম ও পো- নলিচরক গাছিয়া, থানা-মঠবাড়িয়া জেলা- পিরোজপুর।	১১	৯৪	
১২।	মোঃ মুরাদ হোসেন পাটুয়ারী পিতা- মৃত সুলতান পাটুয়ারী সিবি- ৩৮, কচুক্ষেত পুরান বাজার, ঢাকা।	১২	০৩	
১৩।	মোঃ নুরুজ্জামান মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান ডিএমসি-৩৭, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা- ১২০৬।	১৩	১৫	
১৪।	মোঃ আজহার হোসেন পিতা- মৃত মোঃ আলী সরদার ৫৯২/২ কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস।	১৪	০১	
১৫।	মোঃ আহাদ,পিতা- আঃ সামাদ ডিএমসি-৭৪ কাফরুল, ঢাকা সেননিবাস।	১৫	৩৬	

ক্র/নং	ভিটিতে ব্যবসা করার অনুমতি লাভকারীদের নাম	লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিটি নম্বর	পূর্বের ভিটি নম্বর	মন্তব্য
১৬।	মোঃ আবু নাঈম হোসেন পিতা- আবুল কালাম সামসুদ্দিন সিবি-২০৬, কচুক্ষেত পুরান বাজার, ঢাকা ক্যান্ট।	১৬	৯৩	
১৭।	মোঃ আলী হোসেন, পিতা- মৃত নুরুল হুদা ৬৬ উত্তর কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস।	১৭	৮৯	
১৮।	মোঃ আবুল কালাম সামসুদ্দিন পিতা-মৃত আবুল হোসেন সিবি-২০৬, কচুক্ষেত পুরান বাজার, ঢাকা ক্যান্ট।	১৮	৯৫	
১৯।	মোঃ রুবেল, পিতা-দ্বীন মোহাম্মদ গ্রাম- রাজিবপুর, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী।	১৯	২০	
২০।	মোঃ নাসির উদ্দিন, পিতা-আব্দুল লতিফ ৬৪,উত্তর কাফরুল, ঢাকা ক্যান্ট।	২০	৭৯	
২১।	মোঃ আব্দুল জব্বার, পিতা- মৃত দলিল উদ্দিন ২৩/১-বি পূর্ব কাফরুল(নীচ তলা), ঢাকা।	২১	০৬	
২২।	মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন পিতা- জালাল উদ্দিন ১৩২/১ উত্তর কফরুল, ঢাকা সেনানিবাস।	২২	০২	
২৩।	মোঃ সোহাগ মিয়া পিতা- মৃত সুলতান পাটোয়ারী	২৩	১২	
২৪।	মোঃ বেলাল হোসেন পিতা- মৃত আবু বকর সিদ্দিক সিবি-২৯, পুরান কচুক্ষেত ,ঢাকা ক্যান্টঃ	২৪	২৩	
২৫।	মোঃ বাচ্চু খান, পিতা- মফিজ উদ্দিন খান ৫৭ উত্তর কাফরুল, ঢাকা- ১২০৬।	২৫	০৮	
২৬।	মোঃ আমির উদ্দিন, পিতা- গোলাম মোস্তফা মিয়া ১৯১, পূর্ব কাফরুল, ঢাকা ক্যান্ট।	২৬	৮১	
২৭।	মোঃ আব্দুর রহমান ফকির পিতা- মৃত আইয়ুব আলী ফকির ৫৭৩ কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস।	২৭	৩৫/১	
২৮।	মোসাঃ আলেয়া বেগম স্বামী- মৃত হোসেন আহমেদ সিবি-১৮৩, কচুক্ষেত পুরান বাজার, ঢাকা।	২৮	১৮	
২৯।	মোঃ হারুন বেপারী পিতা- মৃত হোসেন আলী ৬৮/৮/এ উত্তর কাফরুল, ঢাকা ক্যান্ট	২৯	৮৪	
৩০।	মোঃ আবুল কাশেম (বদ্দা) পিতা- আছরের ছাকা	৩০	১১	
৩১।	মোঃ আব্দুল মতিন কবীর পিতা-শাহ আলম	৩১	৩৫	
৩২।	মোঃ রিপন পিতা-মৃত তৈয়বুর রহমান	৩২	২৩/১	
৩৩।	মোঃ আছলাম পিতা- মোঃ আঃ রশিদ ৫৯২/২ উত্তর কাফরুল, ঢাকা- ১২০৬।	৩৩	০৭	

ক্র/নং	ভিটিতে ব্যবসা করার অনুমতি লাভকারীদের নাম	লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিটি নম্বর	পুর্বের ভিটি নম্বর	মন্তব্য
৩৪।	মোঃ সুলতান পিতা-কেরামত সিকদার ৫৯, উত্তর কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস।	৩৪	৭৫	
৩৫।	মোঃ নজরুল ইসলাম (সাদেক) পিতা- আব্দুর রহিম ডিসিসি দক্ষিণ ইব্রাহীম পুর, ঢাকা ক্যান্ট।	৩৫	১০	
৩৬।	মোঃ আবুল মিয়া পিতা- মৃত এরশাদ আলী শেখ ৫৭৩ উত্তর কাফরুল, ঢাকা- ১২০৬।	৩৬	৩৩	
৩৭।	মোঃ শাহাব উদ্দিন পিতা- এলাহী বক্স খালিশপাড়া, চাটখিল, নোয়াখালী।	৩৭	৭৬	
৩৮।	মোঃ রাজু পিতা- মোঃ ছবির উদ্দিন	৩৮	৮৪/১	
৩৯।	মোঃ আঃ মালেক, পিতা- ফজলুর রহমান ১ নং বস্তি, পশ্চিম ভাষানটেক, ঢাকা ক্যান্ট	৩৯	৮৫	
৪০।	মোঃ খলিল পিতা- নূর মোহাম্মদ	৪০	৩২	
৪১।	দিলরুবা ইয়াসমিন, পিতা- আব্দুর রশিদ শিকদার ১৯১, পূর্ব কাফরুল ,ঢাকা ক্যান্ট।	৪১	৮৩	
৪২।	মোঃ হুমায়ুন কবীর রোকন পিতা- মুরাদ পাটোয়ারী সিবি-৩৮, কচুক্ষেত পুরান বাজার, ঢাকা ক্যান্ট।	৪২	৮৮	
৪৩।	মোঃ জাকির হোসেন পিতা- আতিকুল ইসলাম সিবি-৩৮,কচুক্ষেত পুরান বাজার, ঢাকা।	৪৩	১৩	
৪৪।	মোঃ আনোয়ার হোসেন কামাল পিতা-নূর মোহাম্মদ মুন্সি সিবি-২৫, কচুক্ষেত পুরান বাজার, ঢাকা ক্যান্ট।	৪৪	০৫	
৪৫।	মোঃ রুহুল আমিন পিতা- সোলেমান মধ্য বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।	৪৫	৯১	
৪৬।	মোঃ মিন্টু পিতা- মমতাজ উদ্দিন সিবি-১০৬, কচুক্ষেত, ঢাকা ক্যান্ট।	৪৬	৯৬	
৪৭।	মোঃ কামরুল পিতা-সুলতান পাটোয়ারী	৪৭	৪১	
৪৮।	আঃ হালিম পিতা-আব্দুর রশিদ	৪৮	১৩২	
৪৯।	নজরুল ইসলাম পিতা-আসমত আলী	৪৯	ফল/৭১/১	
৫০।	মোঃ মানিক পিতা-আবু বক্কর সিদ্দিক	৫০	৩১	
৫১।	জান্নাতুল ফেরদৌস পিতা- মোস্তফা মিয়া, সিবি-৩৮, পুরাতন কচুক্ষেত, ঢাকা ক্যান্ট।	৫১	১৩১	

রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ হার্ডস্ট্যান্ডে কাপড় ট্রেডে লটারীর মাধ্যমে ভিটির নম্বর প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের তালিকা ঃ

ক্র/নং	ভিটিতে ব্যবসা করার অনুমতি লাভকারীদের নাম	লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিটি নম্বর	পূর্বের ভিটি নম্বর	মন্তব্য
১।	মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিতা- মৃত আঃ ছমেদ ১১৪৯/৩ ইব্রাহীমপুর, ঢাকা- ১২০৬।	০১	৩৮	
২।	মোঃ মাহবুব আলম পিতা-মৃত আলী হোসেন	০২	২৩	
৩।	মোঃ জসিম উদ্দিন, পিতা- মৃত শামসুল হক গাজী গ্রাম ও পোঃ- দক্ষিণ সর্দার কান্দি, মতলব উত্তর, জেলা- চাঁদপুর।	০৩	০৬	
৪।	মোঃ ইউসুফ শিকদার পিতা- মৃত মোঃ নুর মোহাম্মদ সিকদার সিবি-১১০, কচুক্ষেত পুরান বাজার, ঢাকা ক্যান্ট।	০৪	২২	
৫।	ফরিদ আহমেদ, পিতা- মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন ৫১৪, পশ্চিম নাখালপাড়া, ঢাকা-১২১৫।	০৫	০৯	
৬।	মোঃ জহির, পিতা– মোঃ আবুল মিয়া গ্রাম- কুর্শি, পো- বাদলা, ইটনা, কিশোরগঞ্জ।	০৬	১৭	
৭।	মোঃ সেলিম সিকদার পিতা– মৃত ইব্রাহিম সিকদার ৩৪/এ ডিওএইচএস বনানী, ঢাকা সেনানিবাস।	০৭	৩৭	
৮।	মোঃ মালেক গাজী পিতা- আছাদ উল্লাহ মৌলভী দঃ ঘাটলাবাদ, নারায়নপুর,উপজেলা- চাটখীল জেলা- নোয়াখালী।	০৮	২৪/১	
৯।	মোঃ শহিদুল্লাহ, পিতা- মৃত আহাম্মদ আলী	০৯	২১	
১০।	মোঃ শফিউল্লাহ পিতা-মৃত মাওঃ তোফায়েল আহঃ ৩৮৭ নুরানী মসজিদ রোড, মানিকদী, ঢাকা-১২০৬	১০	০৮	
১১।	মোঃ সাইফুল ইসলাম পিতা-আনোয়ার হোসেন ১৩৪/এ উত্তর কাফরুল, ঢাকা-১২০৬।	১১	২৪	
১২।	মোঃ সোহাগ মুন্সি, পিতা- ফিরোজ মিয়া সিবি-২৭১, কচুক্ষেত, ঢাকা-১২০৬।	১২	১২	
১৩।	কামরুল মিয়া পিতা- হাসমত জান মিয়া গ্রাম- গুপিনাথপুর, মকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।	১৩	৩০	
১৪।	মোঃ মাহে আলম পিতা– মৃত আঃ লতিফ মুন্সি সিবি-৫৭, পুরান কচুক্ষেত, ঢাকা-১২০৬।	১৪	০১	
১৫।	মোঃ খায়রুল ইসলাম পিতা- মোঃ সিদ্দিক সিকদার ২৫২/৬, টিনশেড, কচুক্ষেত, ঢাকা-১২০৬।	১৫	০৭	
১৬।	মোঃ সেলিম পিতা-ছোবাহান মুন্সী, সিবি-২৯, কচুক্ষেত, ঢাকা-১২০৬।	১৬	১০	
১৭।	মোঃ কাঞ্চন মিয়া, পিতা- মৃত আব্দুল লতিফ ৭৭/১, পশ্চিম ভাষাণটেক, ঢাকা-১২০৬।	১৭	২৭	

ক্র/নং	ভিটিতে ব্যবসা করার অনুমতি লাভকারীদের নাম	লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিটি নম্বর	পূর্বের ভিটি নম্বর	মন্তব্য
১৮।	মোঃ জালাল হোসেন, পিতা- আলতাফ হোসেন গ্রাম- রসুল নগর, পো- সারুলিয়া, ডেমার, ঢাকা-১৩৬১।	১৮	২৩/১	
১৯।	মোঃ নেকবর আলী, পিতা- মৃত বেলায়েত হোসেন ৮৯/২, পুলপাড়, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬।	১৯	১৩	
২০।	মোঃ সুরুজ মিয়া,পিতা- আঃ মজিদ মুন্সী ডিসিসি-৮৮০/৬, উত্তর কাফরুল, ঢাকা।	২০	৪৫	
২১।	মোঃ সায়েদুল্লাহ, পিতা-মৃত জমির উদ্দিন ৩৫/১০, নাবিক কলোনী, ঢাকা-১২০৬।	২১	১১	
২২।	মোঃ হাসমত উল্লাহ স্বপন পিতা- মোস্তফা মিয়া, সিবি-৬২, কচুক্ষেত, ঢাকা সেনানিবাস।	২২	৩৫	
২৩।	মোঃ আব্বাস, পিতা- মোঃ আঃ সমেদ ৬৪/১৬, উত্তর কাফরুল, ঢাকা-১২০৬	২৩	৩৬	
২৪।	মোঃ মনির হোসেন পিতা-বজলু হক	২৪	৩৯	
২৫।	মোঃ আক্তর, পিতা- মৃত রুহুল আমিন গ্রাম ও পো- দক্ষিণ সর্দার কান্দি, থানা- মতলব উত্তর, চাঁদপুর।	২৫	১৬	
২৬।	মোঃ আব্দুল বারেক, পিতা- মৃত আবিদ আলী ৩৩/৫, সেনাপল্লী, মিরপুর-১৪, ঢাকা- ১২০৬।	২৬	০২	
২৭।	মোঃ কামাল হোসেন, পিতা- মৃত মোঃ আঃ সাত্তার মাদবর কান্দি, কাজিয়ারচর, জাজিরা শরিয়তপুর।	২৭	১৮	
২৮।	মোঃ নূর হোসেন, পিতা- আবুল কাশেম নোয়াখালী।	২৮	৩৩	
২৯।	মোঃ মাসুদ খান, পিতা-মোঃ আবুল বাশার খান ৫৭৬/৩, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা ক্যান্ট।	২৯	২৮	
৩০।	সৈয়দ আঃ জলিল, পিতা- মৃত আঃ খালেক বাসা নং-৩৭৯, উত্তর ইব্রাহীমপুর,ঢাকা-১২০৬	৩০	০৫	
৩১।	মোঃ মমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া পিতা- কবির আহমেদ ভূঁইয়া	৩১	২৬	
৩২।	মোঃ রায়হান উদ্দিন রিপন পিতা-ছফির উদ্দিন, ঢাকা ক্যান্ট বোর্ড ষ্টাফ কোয়াটার, ঢাকা।	৩২	৪৮	
৩৩।	মোঃ মোস্তফা, পিতা- মৃত আনোয়ারুল্লাহ ৮৯/২, পুলপাড়, কাফরুল, ঢাকা-১২০৬	৩৩	০৩	
৩৪।	আঃ ওয়াদুদ হাওলাদার পিতা- আবুল হাশেম হাওলাদার	৩৪	৪৩	
৩৫।	মোঃ সুমন, পিতা- আব্দুল গণি গ্রাম ও পো- বাটের হদ, থানা- ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর।	৩৫	২৫	
৩৬।	জাকির হোসেন জুয়েল, পিতা- আতিকুল্লাহ বাসা-০৭, ভাটরা, গুলশান, ঢাকা- ১২১২।	৩৬	৪৪	
৩৭।	মোঃ তাজুল ইসলাম পিতা- এমরাত মিয়া, ১১২১/এ, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬।	৩৭	১৫	
৩৮।	মোঃ জামাল, পিতা- এয়াকুব আলী ৯৮১/৪, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬।	৩৮	৩৬/১	
৩৯।	মোঃ মোশারফ হোসেন পিতা- মৃত কেরামত আলী সিকদার পূর্ব নাজির পুর,পো ও থানা- মুলাদি, বরিশাল	৩৯	১৯	

ক্র/নং	ভিটিতে ব্যবসা করার অনুমতি লাভকারীদের নাম	লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিটি নম্বর	পূর্বের ভিটি নম্বর	মন্তব্য
৪০।	ওয়াসিম গাজী পিতা- সামছুল হক গাজী দক্ষিণসরদার কান্দি মতলব উত্তর, চাঁদপুর।	৪০	০৪	
৪১।	আঃ রব মজুমদার পিতা- মৃত আঃ গফুর মজুমদার	৪১	৩২	
৪২।	মোঃ জাকির হোসেন পিতা-মৃত সুনাম উদ্দিন ব্যাপারী	৪২	১৪	
৪৩।	মোঃ সিপন পিতা- সৈয়দ হাওলাদার	৪৩	৩৪	
৪৪।	মোঃ রুহুল আমিন ভূইয়া পিতা- মৃত- মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ভূইয়া	৪৪	৪০	
৪৫।	মোঃ সামসুল ইসলাম পিতা-সানোয়ার হোসেন	৪৫	৩৩	

রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ হার্ডস্ট্যান্ডে **ফল ট্রেডে** লটারীর মাধ্যমে ভিটির নম্বর প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের তালিকা ঃ

ক্র/নং	ভিটিতে ব্যবসা করার অনুমতি লাভকারীদের নাম	লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিটি নম্বর	পূর্বের ভিটি নম্বর	মন্তব্য
১।	মোঃ আবুল কালাম, পিতা- ইউনুস আলী ১১৩, কচুক্ষেত পুরাতন বাজার, ঢাকা-১২০৬	০১	৫৬	
২।	মোঃ আক্তার হোসেন পিতা- মোঃ ঈমান আলী গ্রাম-দড়িকান্দি কইয়াগাড়া, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	০২	৬৪	
৩।	মোঃ দেলোয়ার হোসেন পিতা- ক্বারী আলী আহমেদ ৯৮৯ শিমুল তলা, ইব্রাহিমপুর, ঢাকা ক্যান্টঃ	০৩	৭৪	
৪।	মোঃ ইব্রাহিম পিতা-মৃত সৈয়দ আহম্মেদ ১৭৪ উত্তর কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস।	০৪	১১৯	
৫।	মোঃ আব্দুল খালেক আকন পিতা- মোঃ মোজাফ্ফর আকন্দ ৫০৫, উত্তর কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টঃ।	০৫	৫১	
৬।	মোঃ ইব্রাহিম,পিতা- মৃত আঃ সাত্তার ১০৩ উত্তর কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস।	০৬	৯৭	
৭।	মোঃ ইউসুফ বাবু পিতা- আবুল খায়ের গ্রাম-পশ্চিম মাইজদি, পো- নোয়াখালী কলেজ থানা-সুধারাম, নোয়াখালী।	০৭	৬৭	
৮।	মোঃ আঃ খালেক পিতা- আজগর আলী সিকদার সিবি-১৪৫/২, কচুক্ষেত, ঢাকা ক্যান্ট।	০৮	৬১	
৯।	মোঃ শাহজাহান ঢালী পিতা- মরণ উদ্দিন ঢালী, ২১২ পুরাতন কচুক্ষেত, ঢাকা ক্যান্টঃ	০৯	৬২	
১০।	মোঃ আঃ রহিম,পিতা- আঃ সালাম ডিএমসি-১৯, উত্তর কাফরুল, ঢাকা-১২০৬	১০	৬০	
১১।	রেজিয়া বেগম কাঞ্চন পিতা-মৃত আঃ হাকিম, ৭৪ উত্তর কাফরুল	১১	৭১	
১২।	মোঃ ফারুক, পিতা- আহসান উল্লাহ	১২	৭০	
১৩।	মোঃ মফিজ উল্লাহ, পিতা-আব্দুল মতিন গ্রাম+পোঃ-তালুয়াটচাঁদপুর,উপজেলা-বেগমগঞ্জ,জেলা-নোয়াখালী	১৩	৬৩	
১৪।	মোঃ কাঞ্চন হোসেন, পিতা- মৃত আঃ গফুর সর্দার ৯৬৫/১, উত্তর কাফরুল, শিমুল তলা, ঢাকা।	১৪	১০৯	
১৫।	মোঃ সুখ মিয়া, পিতা-মোঃ আব্দুল মতিন ১৬৭ নং তালুয়া চাঁদপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।	১৫	৬৫	
১৬।	মোঃ আব্দুল হাকিম, পিতা- জাফর আলী ৭১ উত্তর কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস।	১৬	৫২	
১৭।	মোঃ হালিম বিশ্বাস পিতা-মৃত মোঃ জিন্দার আলী বিশ্বাস গ্রাম-ধুনচী, পোঃ+উপজেলা+জেলা-রাজবাড়ী	১৭	৯৯	

ক্র/নং	ভিটিতে ব্যবসা করার অনুমতি লাভকারীদের নাম	লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিটি নম্বর	পূর্বের ভিটি নম্বর	মন্তব্য
১৮।	মোঃ কাঞ্চন মিয়া পিতা- মোঃ আঃ রহমান সরদার ৬০/৬ উত্তর কাফরুল, ঢাকা-১২০৬।	১৮	৫৪	
১৯।	মোঃ মনসুর আহমেদ পিতা-মৃত রফিজ উদ্দিন বেপারী ১৩২/২পূর্ব কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস।	১৯	১০১	
২০।	মোঃ মানিক মিয়া পিতা- মৃত- শাহাদাৎ উল্লাহ মিজি ১১১০ ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬।	২০	৫৮	
২১।	মোঃ রফিকুল ইসলাম মৃধা পিতা- আব্দুল করিম মৃধা ১৭৯/১ ইব্রাহিমপুর, ঢাকা সেনানিবাস	২১	৭৩	
২২।	মোঃ জয়নাল, পিতা- সায়েদ আলী (মোঃ সোলায়মান, পিতা-জামিয়া, গ্রাম-পুরান বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	২২	৬৬	
২৩।	মোঃ মিজান সর্দার পিতা- মৃত আব্দুল গফুর সর্দার ৯৬৫/১ দক্ষিণ ইব্রাহীমপুর, ঢাকা সেনানিবাস	২৩	১০৭	
২৪।	মোঃ সুমন পিতা- শফিকুর রহমান	২৪	৭২	
২৫।	মোঃ- শুকুর আলী পিতা- মোজাফ্ফর হাওলাদার ৯৮১ দক্ষিণ ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।	২৫	৪৯	
২৬।	মোঃ আঃ রহমান, পিতা- মৃত জাফর আলী ১০৩ উত্তর কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস।	২৬	৫৭	
২৭।	মোঃ সোলায়মান সর্দার পিতা- মোঃ আঃ রহমান সরদার ৪৮৪, সেকশন-১২, মিরপুর-১২১৬, পল্লবী	২৭	৫৫	
২৮।	মোঃ আহাদ পিতা- আঃ রহিম ১১/এ উত্তর কাফরুর, ঢাকা-১২০৬	২৮	১১১	
২৯।	মোঃ আহসান উল্লাহ মাল পিতা-মৃত ইউনুস মাল ১১৬৩, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।	২৯	৫০	
৩০।	মোঃ আলাউদ্দিন, পিতা-আব্দুল হাকিম ৭১, উত্তর কাফরুল, ঢাকা-১২০৬।	৩০	৬৮	
৩১।	মোঃ আবুল কালাম আজাদ পিতা- আমিন আখন	৩১	সবজি/৪৭	
৩২।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পিতা- ইয়ানুস মাল ১১৫১ দক্ষিণ ইব্রাহিমপুর, ঢাকা সেনানিবাস	৩২	৫৯	
৩৩।	রবিউল ইসলাম পিতা-মৃত আবুল কালাম	৩৩	সবজি/৪৬	
৩৪।	মোঃ শাহজাহান মিয়া, পিতা- মোসলেম মিয়া ১১৬৩ ইব্রাহিমপুর, ঢাকা সেনানিবাস	৩৪	৫৩	

রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ হার্ডস্ট্যান্ডে **আলু-পিয়াজ** ট্রেডে লটারীর মাধ্যমে ভিটির নম্বর প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের তালিকা ঃ

ক্র/নং	ভিটিতে ব্যবসা করার অনুমতি লাভকারীদের নাম	লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিটি নম্বর	পূর্বের ভিটি নম্বর	মন্তব্য
০১।	মোঃ আলমগীর হোসেন পিতা- গোলাম মোস্তফা (কুটি সরদার) বাড়ী- ৯৯১, শিমুলতলা, দক্ষিণ ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।	০১	১২২	
০২।	মোঃ সেলিম সিকদার, পিতা- তৈয়ব আলী সিকদার বাসা নং-৬৪/৯, উত্তর কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস।	০২	১০০	
০৩।	মোঃ সিদ্দিক সরদার পিতা- মোঃ ইব্রাহিম সরদার গ্রাম- কালিকাপুর, পো- গুয়াবাড়িয়া, থানা- হিজলা, জেলা- বরিশাল।	০৩	১২৮	
০৪।	মোঃ আলাউদ্দিন সরদার পিতা- মৃত সাদত আলী সরদার গ্রাম- কালিকাপুর, পোঃ নরসিংহপুর, থানা- হিজলা, জেলা- বরিশাল।	০৪	১১৬	
০৫।	মোঃ মান্নান আকন্দ পিতা- মোঃ বাবুল আকন্দ গ্রাম ও পোঃ- হরিনাথপুর, থানা-হিজলা, জেলা- বরিশাল।	০৫	৯৮	
০৬।	মোঃ আবুল হাশেম পিতা- মৃত সোনা মিয়া ঠিকানা- গ্রাম ও পোঃ- সাতমোড়া, থানা- নবীনগর, জেলা- বি-বাড়ীয়া	০৬	১০৮	
০৭।	মোঃ সিদ্দিক পিতা-মৃত- রিয়াজ উদ্দিন সর্দার ঠিকানা- ৬৪/১০, উত্তর কাফরুল, ঢাকা সেনানিবাস ।	০৭	১৩০	
০৮।	মোঃ কামাল হোসেন চৌধুরী পিতা- মোঃ দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী গ্রাম ও পো- পশ্চিম সাহেবনগর, থানা- পরশুরাম, জেলা- ফেনী।	০৮	১১০	
০৯।	মোঃ ইউনুস আলী খলিফা পিতা- মৃত মোঃ রহমত আলী খলিফা ৩৭/১, ইব্রাহীমপুর, থানা- কাফরুর,ঢাকা-১২০৬।	০৯	১০৬	
১০।	**মোঃ মিজান** মোঃ বাকী উল্লাহ সিবি-২৫৫, পুরাতন কচুক্ষেত, ঢাকা সেনানিবাস	১০	১০৪	
১১।	মোঃ বাকী উল্লাহ পিতা- মৃত আলী আহাম্মদ সিবি-২৫৫, পুরাতন কচুক্ষেত, ঢাকা সেনানিবাস।	১১	১১৪	
১২।	মোঃ মনসুর বেপারী পিতা- আইয়ুব আলী বেপারী গ্রাম ও পোঃ- হরিনাথপুর পূর্বকান্দি, থানা-হিজলা, জেলা- বরিশাল।	১২	১১২	
১৩।	মোঃ কুটি সরদার পিতা- মৃত মহব্বত আলী সরদার গ্রাম ও পোঃ- টুমচর, থানা- হিজলা, জেলা- বরিশাল।	১৩	১২৬	
১৪।	মোঃ মঈন উদ্দিন, পিতা- এলাহী বক্স	১৪	১২০	
১৫।	মোজাম্মেল হক, পিতা-আঃ সামাদ	১৫	সবজি/৪২	
১৬।	শামীম আহমেদ, পিতা- মৃত আঃ আহাদ	১৬	ডিমের ভিটি	
১৭।	মোঃ নূর নবী ইসলাম পিতা-মোঃ মোবারক আলী	১৭	হাড়ি পাতিল	

পরিশিষ্ট-'গ'

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট এর নির্মিতব্য কিচেন মার্কেটের দোকান/স্পেস বরাদ্দের নীতিমালা

১। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়মানুযায়ী ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দোকান সমূহ বরাদ্দ প্রদান করবেন।

২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর মার্কেট এর দোকান ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নির্ধারিত ব্যবসা করার জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে। যে সকল বরাদ্দ গ্রহীতাগণ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন তাদের মধ্যে যারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদন করবেন তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দোকান বরাদ্দ পাবেন। আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

৩। প্রতিটি দোকান/স্পেস/ফ্লোর যারা বর্তমানে বরাদ্দকৃত মালিক তাদেরকে নির্ধারিত মূল্যের নির্ধারিত হার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমাপ্রদান সাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে। বর্তমান দোকান বরাদ্দ গ্রহীতাগণ নির্মিতব্য মার্কেটের দোকান বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত মূল্যের নির্ধারিত হার যথাসময়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে পরিশোধ করতে হবে। যে সকল দোকান মালিকগণ নির্ধারিত মূল্যের নির্ধারিত হার যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হবেন তাদেরকে পরবর্তীতে নির্ধারিত মূল্য সুবিধায় দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হবে না। বর্তমান দোকান মালিকদের দোকান বরাদ্দ দেয়ার পর অবশিষ্ট দোকানসমূহ দরপত্র আহবান করে প্রকাশ্য নিলাম অথবা উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই ব্যক্তি এক বা একাধিক দোকানের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে প্রতিটি দোকানের জন্য পৃথক পৃথকভাবে সিডিউল ক্রয় করে দরপত্র দাখিল করতে হবে। একই সিডিউলে একাধিক দোকানের দর গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪। দোকান বরাদ্দ প্রদানের জন্য মূল্যায়ন ও সুপারিশ কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি জমির মূল্য এবং প্রদত্ত দর যাচাই/বাছাই করে দর গ্রহণ/বাতিলের নিমিত্তে সুপারিশ/মন্তব্য প্রদান করবেন।

৫। বরাদ্দকৃত দোকানের মেয়াদ প্রথম ০৫ (পাঁচ) বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর বর্তমান বরাদ্দ মূল্যের ১০% অর্থ (তবে ১ লক্ষ টাকার নিম্নে নয়) পরিশোধ সাপেক্ষে পুনঃবরাদ্দ করা হবে। তবে ২য় ০৫(পাঁচ) বছর অর্থ্যাৎ প্রথম হতে ১০(দশ) বছর পরে গঠিত কমিটি তৎসময়ের বাজার মূল্যের ১০% টাকা নির্ধারণ করে পুনঃবরাদ্দ দিবেন।

৬। যে সকল দোকান মালিকগণ দোকান বরাদ্দ নিতে ইচ্ছুক তাদেরকে নির্ধারিত মূল্যের ৭০% টাকা অগ্রীম জমা করতে হবে। নির্ধারিত মূল্যের অবশিষ্ট ৩০% অর্থ এক মাস পরপর সমান ০৩(তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত ভ্যাট ও উৎস কর প্রযোজ্য। অবশিষ্ট দোকান অর্থাৎ যে সব দোকান ইজারা দেয়া হবে তার দরপত্র গৃহীত হওয়ার পর পত্র প্রাপ্তির ১৫(পঁনের) দিনের মধ্যে দাখিলকৃত মূল্যের ৭০% অর্থ পরিশোধ করে প্রাথমিক বরাদ্দ পত্র গ্রহণ করবেন। প্রাথমিক বরাদ্দপত্র প্রদানের পরবর্তী মাস থেকে এক মাস পর পর অবশিষ্ট ৩০% অর্থ ০৪(চার) কিস্তিতে দোকান বরাদ্দ গ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে। কোন বরাদ্দ গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা, দুই কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা এবং তিন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিলম্ব ফি সহ কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে। ০৩ (তিন) বা তদুর্ধ কিস্তির অর্থ সময়মত পরিশোধে ব্যর্থ হলে দোকান/স্পেস এর বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭। দরপত্রের সাথে জামানত হিসেবে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জমা করতে হবে। উক্ত জামানত কিস্তির সাথে পরবর্তীতে সমন্বয় হবে। সর্বোচ্চ দর প্রদানকারী এক বা একাধিক কিস্তি জমা দেয়ার পর পরবর্তী কিস্তি পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে জামানত বাবদ জমাকৃত ৭০% অর্থ বাজেয়াপ্ত করে কিস্তি হিসেবে জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে। তবে সেক্ষেত্রে কোন সুদ দাবী করা যাবে না।

৮। প্রত্যেক দোকানের জন্য আলাদাভাবে দর উল্লেখ করতে হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে দোকান বরাদ্দের জন্য প্রাথমিকভাবে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত দর বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সমুদয় কিস্তির টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে দোকান/স্পেস বুঝিয়ে দেয়া হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন দোকানের দর অনুমোদন করা না হলে সেক্ষেত্রে তার জমাকৃত জামানতসহ সমুদয় কিস্তির টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।

৯। সংশ্লিষ্ট মার্কেটের নিচতলায় প্রতি দোকান ন্যূনতম ১৫,০০,০০০/- (পঁনের লক্ষ) টাকা, দ্বিতীয় তলায় ন্যূনতম ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকা বরাদ্দ মূল্য ধার্য হবে। উদ্ধৃত দরের উপর সরকারী বিধি মোতাবেক আয়কর-ভ্যাট প্রদেয় হবে। দাখিলকৃত দর ধার্যকৃত দরের কম হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

১০। একই দোকান/স্পেস এর জন্য একাধিক দরদাতার দর একই হলে লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণ হবে।

১১। অনুমোদিত বরাদ্দকৃত দোকানের মাসিক ভাড়া ১ম তলা (নিচ তলা) প্রতি বর্গফুট ৩০(ত্রিশ) টাকা, ২য় তলা প্রতি বর্গফুট ২০(বিশ) টাকা এবং তদুর্দ্ধ তলার দোকানের জন্য প্রতি বর্গফুট ১৫(পঁনের) টাকা হারে দোকান হস্তান্তরের তারিখ হতে প্রতি মাসে পরিশোধ করতে হবে।

১২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রতি বছর ৫% হরে মাসিক ভাড়া বৃদ্ধি করা হবে।

১৩। নির্ধারিত মাসিক ভাড়া পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রেভিনিউ শাখায় পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী মাসে জমা অর্থাৎ ভাড়া জমা করার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন দিন জমা করলে ৫০০(পাঁচশত) টাকা জরিমানা দিতে হবে।

১৪। প্রতিটি দোকানের জন্য পৃথক পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার থাকবে। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোম্পানীর মিটার ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক দোকানে স্থাপন করতে হবে। মিটার অনুযায়ী বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে ধার্যকৃত হারে বিদ্যুৎ বিল নিয়মিতভাবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে পরিশোধ করতে হবে। কোন কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের জন্য বরাদ্দ গ্রহীতাকে নিয়মানুযায়ী সংযোগ ফি প্রদান করতে হবে।

১৫। এয়ারকন্ডিশন, লিফট ও এসকেলেটর স্থাপন এর সার্ভিস চার্জ/মেরামত চার্জ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে বোর্ডের রেভিনিউ শাখায় জমা করতে হবে। এখানে সার্ভিস চার্জ বলতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিদ্যুৎ বিল এবং লিফটম্যান/ এসকেলেটর অপারেটরের বেতনসহ ইত্যাদি বাবদ প্রদেয় অর্থকে বুঝাবে।

১৬। রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে নির্ধারিত ব্যবসার ট্রেড অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। মার্কেটের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ব্যয় বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত হারে পরিশোধ করতে হবে।

১৭। বরাদ্দ গ্রহীতা দোকান অন্যত্র ভাড়া দিলে ভাড়ার পূর্বানুমতি ফি বাবদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমা করতে হবে।

১৮। চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ১৫(পঁনের) দিনের মধ্যে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পের মাধ্যমে বরাদ্দ গ্রহীতাকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্র সম্পাদন করার পর দোকান/স্পেস হস্তান্তর হবে। হস্তান্তরের তারিখ হতে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে দোকান বরাদ্দ, দোকানের ভাড়া ও অন্যান্য ফি কার্যকর হবে।

১৯। বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকানে কোন অসামাজিক/অবৈধ/সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক দোকান বরাদ্দ বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত সমুদয় অর্থ বজেয়াপ্ত হবে।

২০। বরাদ্দ গ্রহীতাকে দোকান হস্তান্তরের পূর্বে অবশ্যই ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং মার্কেটের সকল ব্যবসায়ীকে স্ব স্ব ট্রেড/ধরন অনুযায়ী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

<u>হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পূর্বানুমতি ফি প্রদান করতে হবেঃ-</u>

(ক) মাছ/মাংস/সবজি/পান/মুরগী/মাছের আড়ৎ এর জন্য পূর্বানুমতি ফি ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা ও অন্যান্য ট্রেডের দোকানের জন্য ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা।

(খ) উত্তরাধিকার/দান এর ক্ষেত্রে মাছ/মাংস/সবজি/পান/মুরগী/মাছের আড়ৎ এর ক্ষেত্রে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অন্যান্য ট্রেডের দোকানের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা প্রদান করতে হবে।

(গ) নামজারী ফি বাবদ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা এবং দান/উত্তরাধিকার এর ক্ষেত্রে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে। উক্ত ফি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সময় সময় পুনঃ নির্ধারণ করা হবে।

২১। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ছাড়পত্র ব্যতীত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দোকান বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না। বরাদ্দ গ্রহীতাগণ কর্তৃক দোকান ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

২২। মার্কেটের সকল দোকানের বরাদ্দ গ্রহীতা/ভাড়াটিয়া/ব্যবসায়ীগণকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সকল সময়ের আরোপিত শর্ত ও নির্দেশাবলী মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে।

২৩। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ/আপত্তি উত্থাপিত হলে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২৪। এই নীতিমালা অনুমোদনের তারিখ হতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে নির্মিতব্য কিচেন মার্কেট দোকানের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।